14) তুমি কি মনে করো মহম্মদ বিন তুঘলকের সাহিত্যপরিকল্পনা গুলি ছিল সঠিক? কিন্তু ব্যর্থভাবে রূপায়িত হোক; স্বাভাবিকভাবে সাহিত্যিক! এগুলির ফল কি হয়েছিল?

⇒ দিল্লির সুলতানি যুগের যে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব হল মহম্মদ বিন তুঘলক। দিল্লির সুলতানি শাসকদের মধ্যে উনার ছিল, সাহিত্যিক হোক; উনার সাহিত্যিক জন্য তিনি ছিলেন অসাধারণ। তিনি ছিলেন দিল্লির সুলতানের সেরা উদাহরণ। সুলতানি যুগের প্রয়োজনে তিনি নিত্য নতুন শাসন তান্ত্রিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। তার পরিকল্পনাগুলি ছিল সুসাহিত্যিকসম্মত কিন্তু সেগুলি রূপায়ণ করতে তিনি ভুল পন্থা অনুসরণ করেন ফলে সেগুলি স্বাভাবিক ভাবে সাহিত্যিক হয়, তাই তার সাহিত্যিকগণ তুঘলক সমালোচনা ব্যাখ্যা নিয়ে ঐতিহাসিকগণ বিভ্রান্ত হয়ে সুলতানকে বিভিন্ন ভাবে মূল্যায়ন করেছে, তারেনি সুলতানকে 'পরাজিত রাজা', 'বিকৃত মস্তিষ্ক', 'বিপরীত বুদ্ধি', 'তাত্ত্বিক তুঘলকবাদী' বলে অভিহিত করেছেন, তবে শাসন তান্ত্রিক পরিক্ষা নিরিক্ষা গুলির মধ্যে ~~তার ব্যক্তিগত চরিত্র~~ সেগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল দোয়াব অঞ্চলে রাজস্ব বৃদ্ধি (1325-1327), দিল্লি থেকে কোলতারাদে রাজধানী স্থানান্তর (1326-1327) যে; তাদের প্রতিটি সুদূর প্রসারী পরিবর্তন এই সময়ের গুলি সমালোচনা করলেই উপরিউক্ত বক্তব্যের সাথে সহমত হওয়া যাবে।

দোয়াব অঞ্চলে রাজস্ব বৃদ্ধি :-

মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসন তান্ত্রিক পরীক্ষা নিরিক্ষার প্রাথমিক পর্বে সংঘটিত হল দোয়াব অঞ্চলে রাজস্ব বৃদ্ধি করা সরকারের তথ্য বৃদ্ধি করা। তিনি জমির সুলতান অনুসারে রাজস্ব সংগ্রহ হাত ছেন বিষয়ে তার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল কৃষিজাত জিনিস উপর রাজস্ব ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করা। তিনি সরকারের তথ্য কাজ হিসাব রাখার জন্য প্রাদেশিক সরকার গুলিকে নির্দেশ দেন। বরণি লিখেছেন তার কর বৃদ্ধির হার ছিল 10-20% কিন্তু মোরিসনের মতে তা ছিল 3-4 গুণ। তবে আমিরি নামক সুলতানের রাজস্ব বিভাগের কর্মচারিরা বর্ধিত কর আদায়ে কঠোরতা নিতে তাদের নিজ নিজ হুকুমদার 2 তারা বিদ্রোহ হয়

Scanned by TapScanner

তারা অনেকেই জমি ~~ফেলে~~ ছেড়ে পালিয়ে যান। অবশ্য সুলতান কৃষকদের দুরবস্থা লাঘব করে খাদ্য, বলদ, বীজ, জমির লাঙল দিয়ে সাহায্য করেন। কিন্তু এই প্রতিকার সময়মতো না হওয়ায় এবং তার সব-ই বেশিই অসাধু কর্মচারীরা তাদের স্বার্থ হিসাবে সরিয়ে দিয়ে সুলতানের সাহায্য বিফলে যায়। তাই বলা যায় সুলতানের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে দোআব অঞ্চলের জনসাধারণ দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছিল। তার এই কাজের সমালোচনার জন্য তার সৃষ্টি অবস্থানও ব্যর্থ হয়েছিল এবং সুলতানের কৃষিরাজস্ব সংস্কারের পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

রাজধানী স্থানান্তর করণ :-

মহম্মদ বিন তুঘলকের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা নিরীক্ষা হল 1326-27 খ্রিস্টাব্দে দিল্লি থেকে দেবগিরি বা দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তর। তার এই দুঃসাহসিক অভিনব পরিকল্পনা সম্পর্কে বারনি বলেছেন তিনি দিল্লি থেকে রাজধানী ~~দিল্লি থেকে~~ দেবগিরিতে ~~রাজধানী~~ স্থানান্তরিত করেন। দেবগিরির নতুন নাম হয় দৌলতাবাদ। দিল্লির সকলকেই জোর করে দিল্লি ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। সেই থেকে রাজধানী স্থানান্তরের গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি হল। যথা-

প্রথমত:- এই সময় উত্তর পশ্চিম সীমান্তে বার বার মোঙ্গল আক্রমণের প্রভাবে রাজধানী বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সুলতান চেয়েছিলেন সুদূর মধ্যভারতে দেবগিরিতে রাজধানী সরিয়ে নিলে মোঙ্গল আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে। এবং রাজধানীকে নিরাপদ স্থানে প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

দ্বিতীয়ত:- তার ধারণা ছিল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা হলে সুশাসন সম্ভব হবে তাই সেদিক থেকে তিনি মনে করেন দৌলতাবাদ সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

তৃতীয়ত:- হিন্দু অধ্যুষিত দক্ষিণ ভারতের ইসলামের বিস্তার এবং তার আধিপত্য বিস্তার ও এর একটি অন্যতম কারণ ছিল। ~~কোথায় বলা যায়~~

চতুর্থত:- কেউ বলা যায় দিল্লির আমির ওমরাহরা সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ইবন বতুতা উল্লেখ করেছেন দিল্লির

Scanned by TapScanner

নাগরিকেরা রাত্রিতে বহু কুৎসাপূর্ণ ও কটূক্তি যুক্ত চিঠি লিখে রাজ দরবারে ছুঁড়ে দিত এতে সুলতান বিক্ষুব্ধ হন তিনি উপলব্ধি সন্দেহ পরায়ণ ব্যক্তিদের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই দিল্লি বাসিদের ~~[illegible]~~ দিল্লি ছেড়ে দৌলতাবাদে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

তাত্ত্বিক থেকে দেখলে রাজধানী স্থানান্তর করা সুলতানের পক্ষে অযৌক্তিক ছিল না। তবে শুধুমাত্র সরকারি দপ্তরের কর্মচারীদের দৌলতাবাদে নিয়ে গেলেও হতো সমগ্র দিল্লি বাসিকে নিয়ে যাওয়া অদূরদর্শিতার পরিচয় হতে সরকারের প্রচুর অর্থ অপচয় হয়। অবশেষে ৪ বছর পর সুলতান বহু অর্থ খরচ করে দিল্লিতে রাজধানী ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন। তাই এই সিদ্ধান্ত তার পরিকল্পনাগত ব্যর্থতায় পর্য-বসিত করে।

তামার প্রতীকী মুদ্রার প্রবর্তন :-

কর্মসূচি গুলির মধ্যে মহম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনামূলক সংস্কার (একটি সংযোজন) হল প্রতীকী মুদ্রার প্রবর্তন। বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই কাগজের প্রতীকী মুদ্রা চালু থাকলেও মধ্যযুগের পটভূমিতে এই ধরনের অর্থব্যবস্থার প্রবর্তন নিঃসন্দেহে তার উদ্ভাবনী প্রতিভা এবং দূরদর্শিতার পরিচয়। তার প্রতীকী মুদ্রা প্রবর্তনের কারণ সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। বারনির মতে সুলতানের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য যে প্রচুর অর্থব্যয় হয় তাতে রাজকোষে শূন্যতা দেখা যায়। তাই তিনি সোনা ও রুপোর পরিবর্তে তোকানি নামে স্বল্প মূল্যের তামার প্রতীকী মুদ্রার প্রচলন করেন। আধুনিক ঐতিহাসিক মনে করেন যে চতুর্দশ শতকে বিশ্বব্যাপী রৌপ্য সংকট দেখা দিয়েছিল। বাংলা ও দক্ষিণ ভারত থেকে রুপা সংগ্রহের পরিমাণও হ্রাস পেয়েছিল তাই রুপার সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার একটি ঘাটতি সমাধানের জন্য তামার প্রতীকী মুদ্রার প্রবর্তন করেন। ~~এই পরি~~

এই পরিকল্পনার সম্পর্কে বলা যায় এটি ছিল যুক্তিযুক্ত কারণ দেশের অর্থসংকট মোকাবিলা করা এই পরিকল্পনার দ্বারা সম্ভব কিন্তু তা ফল দিল মারাত্মক

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner